দৈনিক সংবাদ

তারিখ 3.0 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... 4

১২ই কার্তিক ১৩৯৪ বাং

4

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ডেয়ারী ফার্ম

প্রায় সোয়া ৬ কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় ডেয়ারী ফার্মটি বছরে ৩৬ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করে ফি বছর ৩১ লাখ ২০ হাজার টাকা লোকসান দিয়ে চলেছে। সম্প্রতি একটি দৈনিকের রিপোর্টে অভিযোগ করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃ-পক্ষের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম-অবহেলার কারণে ফার্মটির গবেষণাকাজ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে দেশের পশু সম্পদের উন্নয়ন ও পাশাপাশি একটি বড় আকারের দুধ উৎপন্নকারী খামার হিসেবে ফার্মটিকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে ষাটের দশকের শুরুতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মটির যাত্রা শুরু হয়। ৭০-এর দশক পর্যন্ত তা মোটামুটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু ৮০'র দশকের প্রথম থেকেই এর পতন শুরু হয় এবং বর্তমানে তা অধঃপতনের শেষ পর্যায়ে উপনীত।

অথচ যে সম্ভাবনা নিয়ে ডেয়ারী ফার্মটি যাত্রা শুরু করেছিল তার বাস্তবায়ন হওয়া খুবই সঙ্গত ছিল। প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় সম্পদ ও অর্থের যোগান নিশ্চিত ছিল। ব্যবস্থাপনা কমিটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের সুদক্ষ পরিকল্পনা ও পরিচালনার গুণে ফার্মটি দেশের অপরাপর ডেয়ারী ফার্মগুলোর কাছে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়ে উঠবে এটাই সবার প্রত্যাশা ছিল। জানা গেছে স্থায়ীভাবে ৪ কোটি টাকা মূল্যের ৮০ একর জমি, ২ কোটি টাকার বিশাল অট্টালিকা, ৪ লাখ টাকার গভীর নলকূপ, ট্রাক্টর ও বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ২০ লাখ টাকার উন্নতজাতের গরু-ছাগল-মহিষ-ভেড়া নিয়ে ফার্মটি কাজ শুরু করে। লুটপাট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার দরুন সম্ভাবনা-ময় প্রতিষ্ঠানটির আজ এই হাল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সংশ্লিষ্ট সব মিলে উক্ত সচ্ছল ও ভরপুর ফার্মটির সব কিছু ব্লটিং পেপার দিয়ে চুষে নিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে দুধ থেকে শুরু করে গরু-ছাগলের মুখের গ্রাস পর্যন্ত চুরি হচ্ছে। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অযোগ্য অপদার্থ লোকেরা এসে গেছে কর্তৃপক্ষের স্বজনপ্রীতির কারণে। দীর্ঘদিন ধরে এসব দেখবারও কেউ নেই, ঠেকানোরও পথ নেই।

রিপোর্টে জানা যায়, কর্মচারীদের বেতন ছাড়াও প্রতি বছর কন্টিনজেন্সী খাতে ২৭ লাখ টাকা ব্যয় হয়। এই বরাদ্দ থেকে ফার্মের যাবতীয় পশুর খাবার ও চিকিৎসা হবার কথা। কিন্তু অযত্ন-অবহেলা আর অনাহারে পশুগুলোর করুণ অবস্থা। গত ৬ মাসে দুগ্ধবতী গাভী-বাছুর মিলিয়ে মারা গেছে ৬১টি। ফার্মের পশুগুলোর স্বাস্থ্য বলে কিছু নেই। হাড় জিরজিরে রোগা-পটকা। দুধের জন্য এদের পালা হলেও বাঁচিয়ে রাখতে এদেরই এখন দুধ পান করানো দরকার।

বিরাট অংকের মূলধন বিনিয়োগ করে বছর বছর বিরাট অংকের টাকা লোকসান দেয়ার ক্ষমতা এ দেশবাসীর নেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে বিষয়টির সুরাহা হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।